যায়যায়দিন

তারিখ ... 17 JAN 2010
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩

রাজধানীতে নতুন ১৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার প্রস্তাব দুই বছর ধরে ঝুলে আছে

১৯ হাজার গ্রামে স্কুল নেই

এম মামুন হোসেন

দেশের ১৯ হাজার গ্রামে একটিও স্কুল নেই। ৪৮১টি উপজেলার মধ্যে বেশির ভাগ উপজেলায় কোনো সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় নেই। রাজধানী ঢাকার আয়তন বহুগুণ বাড়লেও দুই দশকে বাড়েনি সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা। রাজধানীতে নতুন আরো ছয়টি কলেজ এবং ১১টি স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব ঝুলে আছে দুই বছর ধরে।

২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী প্রতিদিন প্রায় সাড়ে ছয় হাজার শিশু জন্মগ্রহণ করে। এ হিসাবে প্রতিবছর যে বিপুলসংখ্যক শিশু জন্মগ্রহণ করে, তাদের শিক্ষার জন্য প্রতিবছর নতুন প্রায় সাত হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন। ২০১০ সালের মধ্যে প্রাথমিক স্তরে নিট ভর্তির হার শতভাগে উন্নীত এবং ২০১৪ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করার সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে তাই সরকারকে নানা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হবে বলে মনে করছেন শিক্ষাবিদ ও অর্থনীতি-বিদরা। এছাড়া প্রতি বছর ২২ লাখ শিশু প্রাথমিক শিক্ষার স্তর সমাপ্ত হওয়ার আগেই ঝরে পড়ছে। আর এসব নানামুখী প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করতে

স্কুল : পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

স্কুল : গ্রামে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বর্তমান সরকারকে নানা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে। সরকার এরই মধ্যে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এবারই প্রথম প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে বই বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া দুপুরের খাবার এবং সব শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি দেয়ার চিন্তা-ভাবনা রয়েছে বলে জানা গেছে।

বর্তমানে সারাদেশে ৩১৭টি সরকারি মাধ্যমিক স্কুল আছে। এছাড়া সরকার প্রতিটি উপজেলায় এবং রাজধানীর প্রতিটি থানায় একটি করে সরকারি মাধ্যমিক স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। রাজধানী ঢাকায় লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও ১৯৮০ সালের পর থেকে রাজধানীতে কোনো সরকারি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। রাজধানীতে যে ২৪টি সরকারি মাধ্যমিক স্কুল রয়েছে সেগুলোর আসন সংখ্যাও গত দুই দশকে বাড়েনি। এ বছর নতুন শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য রাজধানীর এসব সরকারি স্কুলে ভর্তিযুদ্ধে ৮ হাজার ৪০০ আসনের বিপরীতে ৫৭ হাজার ৮১৬ শিক্ষার্থী অংশ নেয়। এদিকে রাজধানীতে আরো নতুন ছয়টি কলেজ এবং ১১টি স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবনা তৈরিতেই কেটে গেছে দুই বছর। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের কাছে উন্নয়ন তহবিল থেকে ৪৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ চেয়ে প্রকল্প প্রস্তাবনা নিয়ে ফাইল চালাচালি চলছে। নতুন শিক্ষার্থীর অব্যাহত চাপ কমাতে সরকারি উদ্যোগে রাজধানীতে নতুন স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল ২০০৭ সালের শুরুতে। প্রকল্প প্রস্তাবনার চূড়ান্ত অনুমোদনের পর নতুন স্কুল ও কলেজ স্থাপনের এলাকাও চিহ্নিত করা হয়েছে। ছয়টি সরকারি কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য উত্তরা, বাড্ডা, পল্লবী, মিলগাঁও, ডেমরা এবং রামরাজীরচর থানা এলাকা এবং ১১টি সরকারি স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য উত্তরা, পল্লবী, শাহ আলী, কাফরুল, গুলশান, বাড্ডা, যাত্রাবাড়ী, ডেমরা, শ্যামপুর, কামরাঙ্গীরচর, হাজারীবাগ থানা এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে প্রকল্পের কাজ শুরু করার জন্য সরকারি অর্থ বরাদ্দ পাওয়া যায়নি।

এ প্রসঙ্গে মাউশির পরিচালক (উন্নয়ন) অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম জানান, নতুন স্কুল ও কলেজগুলো প্রতিষ্ঠা হলে প্রতিটিতে ৫২ জন শিক্ষক ও সাতজন কর্মচারী এবং কলেজে ৪৭ জন শিক্ষক ও ২২ জন কর্মচারীর কর্মসংস্থান হবে। প্রতিটি স্কুলে ষষ্ঠ থেকে দশম এবং কলেজে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে প্রতিটি ক্লাসে ৬০ জন করে শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ পাবে। নতুন শিক্ষানীতির প্রস্তাবনা অনুসারেও এখানে ক্লাস বিন্যাসের সুযোগ থাকবে।

এ প্রসঙ্গে প্রফেসর মোজাফফর আহমদ যায়যায়দিনকে বলেন, অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন খাত মিলে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ সবচেয়ে বেশি বাজেটে- এ ফাঁকিটা বন্ধ করতে হবে। পথশিশু, হতদরিদ্র, চরবাসী এ ধরনের জনগোষ্ঠীকে প্রাথমিক স্তরের ভর্তি প্রক্রিয়ার ভেতর নিয়ে আসতে হবে। বর্তমানে প্রাথমিক স্তরে ভর্তিহার প্রায় ৮০ শতাংশ। কিন্তু ভর্তি হওয়ার পর প্রাথমিক শিক্ষার স্তর সমাপ্ত হওয়ার আগেই ঝরে পড়ছে। সরকারকে এ কারণটা খুঁজে বের করতে হবে। যেসব গ্রামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই সেখানে প্রয়োজন অনুসারে স্কুল প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। ভর্তি হওয়ার পর প্রাথমিক স্তরের লেখাপড়া সমাপ্ত হওয়ার আগে পর্যন্ত এদের টিকিয়ে রাখতে হবে। এ ধরনের জনগোষ্ঠীর শিশুদের প্রয়োজনটা বুঝতে হবে। তার মতে, কয়েকটি বিষয় যেমন স্কুল, পরিবেশ এবং শিক্ষক এ বিষয়টির সঙ্গে জড়িত। তাদের কাছে এ বিষয়টিকে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে। তিনি বলেন, রাজধানীর আয়তন বাড়লেও মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অপ্রতুল।